R. N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
নকলমকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৭ সাল
২রা জুলাই ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

কাবিলপুর পঞ্চায়েতে অশান্তি, লুঠতরাজ

সাগরদীঘি, ২ জুলাই—সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে সি পি এম এর সম্পর্কচ্ছেদের পর জোর অশান্তি শুরু হয়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগে প্রধান গদাধর মণ্ডল জানিয়েছেন, ২৮ জুন একদল সি পি এম সমর্থক মিছিল করে এসে তাঁর বাড়ী চড়াও হয় এবং ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়। পঞ্চায়েতের নথিপত্র ও বারো হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। তাঁর কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগ পত্র লিখিয়ে নেওয়া হয় বলেও এফ আই আর-এ গদাধর মণ্ডল অভিযোগ করেছেন। অপরদিকে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাবিলপুরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ভবন নাই। প্রধানের বাড়ীতেই পঞ্চায়েতের কাজ চলে। প্রধান কখনই ৫০০ টাকার বেশী কাছে রাখতে পারেন না। ঘটনার দিন শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর প্রধানের বাড়ী থেকে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, তদন্তের সময় লুঠতরাজের চিহ্ন চোখে পড়েনি। তবে বাড়ীর ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্রামে অশান্তি বিরাজ করছে। উভয় পক্ষের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এস ডি পি ও এস অয়রমণ এই তদন্ত চালান।

দুটি উপনির্বাচন ঃ সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির একটি আসনে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনে ২০ জুলাই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেয়ের মা গাঁছাড়া বাবা গাছতলায়

সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : বিবাহ বিভ্রাটের দরুণ এই থানার রাণীনগর গ্রামের মমতাজের মাকে গ্রামছাড়া হতে হয়েছে, বাবাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে গাছতলায়। জানা গেছে, মমতাজের সঙ্গে দফরপুর গ্রামের এক যুবকের বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়। কিন্তু মমতাজের বাবার পক্ষাঘাতের সুযোগে তাঁর অনুজরা নাকি জোর করে অন্যত্র মমতাজের বিয়ে দেন। ফলে দফরপুরের পাত্রপক্ষ নিমন্ত্রণ পত্রসহ থানায় লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। এদিকে মমতাজকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হয়, যদিও সে নাকি মুসলিম মতে বিয়ে কবুল করেনি। শ্বশুরবাড়ীতে তার নামে একটি ডাকঘরে জমানো পাঁচ হাজার টাকা তুলে নেওয়ার জন্য সই করতে বলা হয়। মমতাজ সই করতে রাজি না হলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সারের মূল্যবৃদ্ধিতে চাষের খরচ বাড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ জুলাই—জুন মাস থেকে সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে চাষের খরচ অনেক বেড়ে গেল। দাম বাড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার—তাও আবার এক-আধ টাকা নয়, এক লাফে বস্তাপিছু তিরিশ টাকা অর্থাৎ কুইনটালে ষাট টাকা। বড় জোতদারের গায়ে না লাগলেও এই মূল্যবৃদ্ধি ছোট চাষী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর পক্ষে চাষের কাজে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি করবে। মহাজনের ঘরে তাদের কর্জের পরিমাণ বাড়বে, বাড়বে সুদের হারও। এত দিক সামলে চাষ থেকে আয়ের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ফলে জীবনযাত্রার মানে অবনতি ঘটবে। বাজারে ফসলের দামও বাড়তে পারে। তাহলে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা যাবে। এক কথায় সারের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী।

চাষের খবর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক থেকে এবার উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রশ্নপত্র মেলেনি ?

জঙ্গিপুর, ২ জুলাই—জঙ্গিপুর কলেজে এগারো ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় এবার ইকনমিকসের প্রশ্নপত্র নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২৫ জন পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসনে বসে খাতায় নাম লেখার পরও ঘোষণা করা হয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই দিনের পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, নাকি ইকনমিকসের প্রশ্নপত্র মেলেনি। ছাপাখানা থেকে ওই বিষয়ের প্রশ্নপত্র এসে পৌঁছেনি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ আগে মিলিয়ে দেখেননি বলে খবর। পরবর্তী পরীক্ষার দিন এখনও জানানো হয়নি।

ক্ষতিগ্রস্তদের চাকরি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২ জুলাই—ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমি দিয়ে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবি মেনে নিয়ে ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন গত মাস পর্যন্ত ২২টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একজন করে চাকরিতে নিয়োগ করেছেন। অবশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্তদেরও অদূর ভবিষ্যতে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে।

কারবালা বিপন্ন

রঘুনাথগঞ্জ, ২ জুলাই—সুজাপুরের উপকণ্ঠে ভাগীরথীর তীরে কবরস্থান ও তৎসংলগ্ন নকল কারবালা ময়দান এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত রামনগর-ফরাক্কা বাদশাহী সড়ক আজ ভাগীরথীর করাল গ্রাসের সম্মুখীন। পার ভাঙতে ভাঙতে ভাগীরথী মাত্র বিশ হাত দূরত্বে এসে পৌঁচেছে। পাথর ফেলে তার দুর্বার গতি রোধ করতে না পারলে আর কিছুদিনের মধ্যেই একে একে বিলীন হবে বাদশাহী সড়ক, কবরস্থান ও কারবালা ময়দান। পবিত্র

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিঠিপুরে ত্রাস

জঙ্গিপুর, ২ জুলাই—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই দলে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর কংগ্রেস (ই) দলের ১২ জন সমর্থক হাই কোরট থেকে জামিন নিয়ে ২৮ জুন আদালতের নির্দেশে জঙ্গিপুর আদালত থেকে জামিন নেওয়ার জন্য উপস্থিত হলে তাঁদের আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এই খবরে মিঠিপুর এলাকায় ত্রাসের সঞ্চার হয়। প্রকাশ, রায়চকে একজন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিচারে সাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর আদালতের জুডিসিয়াল ম্যাজিসট্রেট এস কে রায় ২৮ জুন রঘুনাথগঞ্জ থানার রাণীনগর গ্রামের শিক্ষক ভোলানাথ মণ্ডলকে ১৪৭, ৪৪৭ ও ৫০৪ ধারায় উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণের পর দোষী সাব্যস্ত করে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ১৯৭৫ সালে রাণীনগরের অভয় পাণ্ডের বাড়ীর সামনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা ও অশালীন আচরণের দায়ে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা (৫২০ সি/৭৫) রুজু করা হয়। ২৮ জুন সেই মামলার রায়ে আসামীকে সাজা দেওয়া হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

দৃষ্টিপাতঃ আমেথি

আমেথি কেন্দ্রে গত লোকসভা নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধী বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়া সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য হইয়াছিলেন। সংসদের অধিবেশনে তাঁহাকে পূর্ণভাবে দেখিবার সুযোগ হয় নাই। একজন পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে সঞ্জয়ের পূর্ণ ভূমিকা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটিল।

তাই আমেথির আসন শূন্য এবং সেই শূন্য আসনের নির্বাচন সম্পর্কে জোর জল্পনা কল্পনা দিন কয়েক হইতেই দানা বাঁধিয়াছে। এ পর্যন্ত যতটুকু জানা যাইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীমতী গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাজীব গান্ধী উক্ত আসনে কংগ্রেস ই দলের প্রার্থী হইবেন। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হইলেও বহু অভিজ্ঞ কংগ্রেস-ই নেতা এইরূপ আশা প্রকাশ, শুধু আশা নয়, দাবীও নাকি করিতেছেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে, সক্রিয় রাজনীতিতে শ্রীরাজীব গান্ধী নামিতে পারেন।

তাই শ্রীরাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় কিছু কিছু আভাসের খবর পাওয়া যাইতেছে। তিনি ১৯৭১ সাল লইতে সক্রিয় রাজনীতি করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ, যদিচ তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। রাজনীতি করার ব্যাপারে কোন প্রচারধর্মিতা তাঁহার ছিল না এবং কেন ছিল না তাহা আমাদের জানা নাই। অনেক বিচক্ষণ কংগ্রেস (ই) নেতা শ্রীরাজীবের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার কথা বলিতেছেন। তাঁহার সহিত সঞ্জয়ের কিছু কিছু মৌল পার্থক্য যে ছিল, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে, মাতার ইচ্ছা পুত্র পূর্ণ করিবেন। তবে পাকাপাকিভাবে রাজীব এখনও তাঁহার সম্মতি দেন নাই। অনেক পোক্ত কংগ্রেস ই নেতা রাজীবকে সকল রকম সহযোগিতা দান করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমেথির আসনের দিকে এখন সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দায়িত্ব কার?

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার মোড়ে বাসষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন একটি টিউবওয়েল ছিল, যাতে দৈনিক কয়েক হাজার বাসযাত্রী উপকৃত হতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেটি অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় যাত্রীদের পানীয় জলের জন্য দোকান দোকান হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। এটা মেরামত করে যাত্রীদের অসুবিধা দূর করার দায়িত্ব কার? দায়িত্ব কার দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর প্রস্রাবাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার? বাসষ্ট্যাণ্ডের প্রস্রাবাগারটির এমন হাল হয়েছে, যা লেখার নয়। অবিলম্বে টিউবওয়েল মেরামতির ও প্রস্রাবাগার সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। —জনৈক ভুক্তভোগী।

আমি সদস্য নই

সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত রায় ১৪ মে তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে আমি পার্টি ও সংগঠনের নামে যে সমস্ত কার্যকলাপ চালাচ্ছি বলে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা ভিত্তিহীন। কারণ আমি কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য নই। আমাকে বিপাকে ফেলার জন্য খবরের কাগজে আমাকে ফরওয়ারড ব্লকের নেতা চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফরওয়ারড ব্লকের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নাই, আমি নেতাজীর অনুরাগী মাত্র। হরিশঙ্কর তেওয়ারী, রঘুনাথগঞ্জ।

গর্বিত কিসে?

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সূর্যের চেয়েও প্রতাপশালী, সূর্যের উদয় হলে আকাশে তারা দেখা যায় না—সব নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তাই জ্যোতিবাবুর বিদ্যুৎমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যুৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে—বিদ্যুতের আর কোন শক্তি আমাদের চোখে পড়ছে না। আর সেই সুযোগে সমাজবিরোধীরা মনের আনন্দে নিজ নিজ কাজ বাগাচ্ছে। যেহেতু তিনিই আবার স্বরাষ্ট্রের অধিকারী, তাই তাঁর অনুগতরাও সেই আলোর দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন, আর তাঁরা তাঁদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আনন্দে নৃত্য করছেন। এতেও যদি আমরা গর্বিত না হই, তবে কিসে হব? —জনৈক পাঠক, বোথারা (সাগরদীঘি)।

বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি

'সম্মুখেতে প্রসারিত তব ভারতের মানচিত্র' থেকে দৃশ্যমান ভৌগোলিক সীমারেখা, আর্য সামাজিক পট-পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এক যুগ থেকে আর এক যুগের সন্ধিক্ষণেও অক্ষুন্ন থেকে যে সার্বভৌমত্ব এতদিন বজায় রেখেছে, এমনকি স্বাধীনোত্তর সময়ে ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক অতিরিক্ত কতকগুলি রাজ্য গঠনের দাবী স্বীকার করার পরেও, এ অখণ্ডতা আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। 'ভারতীয়তা' আক্রান্ত যেহেতু ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বে, আমরা এক একটি সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও জাতির পৃথক সত্তা স্বীকার করে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী স্বীকার করে রাজ্যের সংখ্যা বাড়িয়েছি! যে ভারতীয় মানচিত্রে জাতপাতের রবরবা তার প্রত্যন্ত প্রদেশে, দিকে দিকে, কোণে কোণে কোল-ভিল মুণ্ডা-সাঁওতাল-খাসিয়া-লেপচা-চাকমারা সভ্যতার শত শত যুগ পিছনে থেকেও মাঝে মাঝে চালিয়েছে 'নেহী ছোড়েঙ্গী'র জেহাদ-সেই তাদের বিরুদ্ধে, যারা লুটে নিতে গেছে এদের শ্রম ক্ষেতি, ঘর-বাড়ী ও রমণী! সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যুগে, 'সিপাহী বিদ্রোহ' যেমন বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি তেমনি সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী উপজাতি বিদ্রোহীদের জাতীয় আন্দোলনে টেনে আনা হ'ল না। বিচ্ছিন্নভাবে এ আন্দোলনে দমন-পীড়ণের আঘাতে যা ফেলে গেছে তা প্রতিশব্দে 'ক্ষোভ' ছাড়া আর কিছু নয় এবং প্রতিদানে তফসিলী ও উপজাতিদের জন্য বন্ধনীভুক্ত সংরক্ষণের চাকুরীর লোভ তাদের ক্রোধে কিঞ্চিৎ বারি সিঞ্চন করলেও তাদের 'বিক্ষোভ' গোটা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে দানা বাঁধতে কিছু অসুবিধে হয়নি। বড় কঠিন ও দৃঢ় রৌপ্যমুদ্রা ও রাজদণ্ডের পাশাপাশি বাইবেল কেমন যেন মধুর ও মোহময়! সব জ্বালা জুড়োতে দলে দলে এরই পেছনে এবং সে স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই! সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসন তীব্রতর করতে লৌহদৃঢ় পুলিশ ও প্রশাসন যদিও নেই, কিন্তু সে শিক্ষায় উপজাতিরা ছেড়ে দিল তাদের তীর, শিক্ষিত হ'ল আধুনিক অস্ত্র শিক্ষায় এবং ক্ষোভ ও ঘৃণা দানা বাঁধল যা কিছু ভারতীয়তা তার বিরুদ্ধে! ধর্মান্তকরণের শিক্ষার এমনই জোর ভারতের বাম, দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী কোন শক্তিই এদের আস্থা অর্জন করতে পারলেন না। আসলে যে অসম-বিকাশ এর আগে জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছিল জাতীয় আন্দোলন সাময়িকভাবে এটি ভুলিয়ে রাখলেও; স্বাধীনোত্তর কালে তা প্রকট হয়ে উঠলো। উপজাতিদের কথা বাদ দিলেও যে আঞ্চলিকতাবাদের শ্লোগান ইদানীং প্রকট তার মূল কিন্তু এই 'অসম বিকাশ' এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের কথা আসে। স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের অন্যান্য জায়গার তুলনায় উত্তর-পূর্ব ভারতের বিকাশ কতখানি পিছিয়ে তা দিল্লীর নেতারাও আজ স্বীকার করেন। এই তো কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রীসহ দিল্লী থেকে একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল কোলকাতায় এসেছিলেন—উত্তর পূর্ব ভারতে ব্যাংকের কর্মক্ষেত্র প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল বলে তা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবং কিভাবে তা করা হবে সে ব্যাপারে আলাপ আলোচনার জন্যে। ব্যাংক যে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না—উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের যতই বিরোধ থাক্, দক্ষিণাঞ্চলেও তবু কিছু হয়েছে। সেখানে সামান্য একজন কৃষিজীবী বা শিক্ষিত বেকার ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন, এখানে তার ছিটেফোঁটাটুকু খুব কম ভাগ্যবানের ভাগ্যেই জোটে। এ অঞ্চলে যেমন বিশ বছরে গড়ে ওঠেনি নতুন কোন বড় শিল্প, তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে গেছে সেই মান্ধাতা আমলের অবস্থায়। আমরা জঙ্গিপুরে যে সিঙ্গল রেল লাইনটির অসুবিধার সঙ্গে অভ্যস্ত তা আসামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। বহু যুগ পরেও এর রূপান্তর ঘটলো না। অথচ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত 'ষ্ট্র্যাটেজিক জায়গা', যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুমাত্র অপ্রতুলতা যে কোন মুহূর্তে বিদেশী স্বার্থান্বেষী শক্তির হাতে 'সহজ শিকার' তুলে দেবে। সাম্প্রতিক ত্রিপুরা নিধনযজ্ঞের পিছনে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগা-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলম ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ জুলাই—সারা ভারত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির ডাকে দেশের সত্তরটি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঙ্গে একযোগে ২৮ জুন থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে জঙ্গিপুর আহিরণ ও অরঙ্গাবাদ গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা নিয়মমাফিক কাজ ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। ২৭ জুন ব্যাঙ্কগুলিতে কলম ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে লাগাতার আন্দোলনের সূচনা হয়। দাবিগুলির মধ্যে অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত বেতন হার, চাকরির সর্তাবলী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার'দের মহার্ঘ্য ভাতার ব্যবস্থা, এ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি অন্যতম বলে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা সংগঠক কে পি সেনগুপ্ত জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের আগমন

রঘুনাথগঞ্জ, ২ জুলাই—আগামী ১লা শ্রাবণ ১৩৮৭ সাল বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ একদিনের জন্যে রঘুনাথগঞ্জ শহরের বালিকা বিদ্যালয়ে অবস্থান করবেন। তিনি এইদিন ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং দীক্ষাদি দেবেন।

অপহৃত লরি উদ্ধার

সাগরদীঘি, ২ জুলাই—২২ জুন মোর- গ্রামের কাছে নলহাটী এলাকা থেকে সাইকেল ও যন্ত্রাংশ বোঝাই যে লরিটি ছিনতাই হয়েছিল, ২৭ জুন সেটি খড়-গ্রাম থানার নগর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নলহাটী পুলিশ নবগ্রাম থানার পাঁচগ্রামে একটি বাড়ীতে তল্লাসি চালিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের সাইকেল ও যন্ত্রাংশ উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

সেখার বাস সারভিস

ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

উচ্ছেদের পর শান্তি

ধুলিয়ান ২ জুলাই—পুলিশের সাহায্যে গত মাসের শেষ দিকে সামসেরগঞ্জ থানার বহু বিতর্কিত চর শিবপুর থেকে ১০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে উচ্ছেদের পর সেখানে শান্তি ফিরে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। বাঙলা-দেশী উদ্বাস্তুরা শিবপুর চরে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে সেখানে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। আর এস পি দলের সামসেরগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক নন্দলাল সরকার এই উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সিমেন্টের খদ্দের নেই

সাগরদীঘি, ২ জুলাই—এখানে একজন এজেন্টের ঘরে ১০৮০ বস্তা সিমেন্ট এসে পড়ে আছে। জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের অফিস থেকে মঞ্জুর তালিকাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সিমেন্ট কিনতে কেউ নাকি আসছেন না। আজ এ খবর পেয়ে মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, জুন মাসের গোড়ার দিকে পারমিট ইস্যু করা হয়েছে। তবু কেন খদ্দের নেই বোঝা যাচ্ছে না। নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চাশ শতাংশ পারমিটে, পঁচিশ শতাংশ উন্নয়ন খাতে ও পঁচিশ শতাংশ বিনা পারমিটে ওই সিমেন্ট বিক্রীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পারমিট যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে পূর্তবিভাগসহ রঘুনাথগঞ্জের অনেকে আছেন। দেশজুড়ে সিমেন্টের হাহাকারের সময় সিমেন্টের খদ্দের না আসায় সকলে আশ্চর্য হচ্ছেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২ জুলাই—গতকাল ৩৪নং জাতীয় সড়কে মোরগ্রামের কাছে কলকাতাগামী একটি লরি উলটে গেলে চারজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির পর অরঙ্গাবাদের আবদুল মোতিন সেখ নামে এক ব্যক্তি মারা যান।

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ

চন্দ্র-মালতী (R)

(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং
এ, এল ৩২৪-এম)

নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন- ৭৪২২২৫

চাষের খরচ বাড়ল (১ম পৃষ্ঠার পর)

৪০০ মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছে। ১০০ একর জমিতে যৌথ বীজতলা তৈরী করা হবে। এই বীজতলা কেউ বিক্রী করতে পারবেন না। ক্রম অনুযায়ী বীজতলা বিতরণ করা হবে। সাঁওতাল উপজাতিদের মধ্যে ৭০টি আউশ ধানের মিনিকিট ও ২০টি ভুট্টোর মিনিকিট বিতরণ করা হচ্ছে জরুর, জামুয়ার ও মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য আই আর ডি পি স্কীমে পাঁচ লক্ষ টাকা এসেছে। ইতিমধ্যে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। গৃহহীনে গৃহদান প্রকল্পে ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে ৬টি করে বাড়ী তৈরী করে দেওয়ার একটি প্রকল্প সরকারের আর্থিক মঞ্জুরি পেয়েছে। এবং কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এই ব্লকের ওসমানপুরে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে একটি ত্রাণভবন নির্মাণ করা হবে। এর জন্য সরকারী আর্থিক মঞ্জুরি পাওয়া গেছে।

কমিটি বাতিল ঃ নদী জলোত্তোলন প্রকল্পের পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে আছেন এম এল এ, প্রধান, এ ই ও প্রমুখ।

১৬ই আষাঢ়—৩১শে আষাঢ় '৮৭

ধান ঃ রোয়া বা বোনা আউশ ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করুন। চারা রোয়ার ২৫-৩০ দিন পরে একরে ৬ কেজি হারে এবং বোনার ৪০ ৪৫ দিন পরে একরে ৫ কেজি হারে নাইট্রোজেন দ্বিতীয় বার চাপান সার হিসাবে দিন।

এ পক্ষে অধিক ফলনশীল আমন ধানের চারা রোয়ার কাজ শেষ করুন। জমি তৈরী করার সময় একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর বা আবর্জনা সার দিন এবং শেষ চাষের আগে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সার দিন। অন্যথায়, এ সময় জলদি জাতে একরে ৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ ; মাঝারি ও নাবি জাতে একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ এবং মাসুরী ও সি ১৩৯৩, এন. সি ১২৮১, সি. আর ১০১৪ এবং স্থানীয় উন্নত জাতে একরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ দিন। অধিক ফলনশীল জাতের চারা ২০×১০-১৫ সে. মি (৮"×৪" ৬") দূরত্বে এবং স্থানীয় উন্নত জাতের ক্ষেত্রে ২৩×২৩ সে. মি (৯"×৯") দূরত্বে চারা লাগান। রোয়ার ১০-১৫ দিন পরে জলদি জাতে একরে ১০ কেজি হারে এবং মাঝারি ও নাবি জাতে একরে ১২ কেজি হারে প্রথমবার নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন।

পাট ঃ পাটের ডাঁটা পচা রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্লাইটক্স বা ফলটন ইত্যাদি) বা ২½ গ্রাম ম্যাঙ্কোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) মিশিয়ে ছেটান। ঘোড়া পোকা, বিছা পোকা ও কেড়ি পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ১½—২ মি. লি এণ্ডোসালফান (যেমন থায়োডান ৩৫% ইত্যাদি) বা ২ মি. লি ফেনিট্রোথায়ন (যেমন ফলিথায়ন ৫০%, সুমিথায়ন ৫০% ইত্যাদি) ওষুধ মিশিয়ে ছেটান। হলদে মাকড় দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ১ মি. লি. মনোক্রটোফস (যেমন নুভাক্রন ৫০% ইত্যাদি) মিশিয়ে ছেটান।

তিল ও ডাল ঃ এ পক্ষেও তিল ও ডাল লাগাতে পারেন। বিস্তারিত জানার জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যোগ ব্যবস্থা যে কতটা দায়ী তা তো জানা গেছে! এবং সে-ভাবেই শিক্ষিতের হার ও শিক্ষা-ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় মিশনারীদের রমরমা জাতি ও উপজাতি বিদ্বেষ! আর এসব দিনের পরদিন বছরের পর বছর ঘটেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অবহেলাতেই। —অজিতেশ কৌশাম্বি

কাবিলপুর পঞ্চায়েতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পঞ্চায়েত সমিতির একজন সি পি এম সদস্য পদত্যাগ করে কংগ্রেস (ই) দলে যোগদান করায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সি পি এম সদস্য খুন হওয়ায় আসন দুটি শূন্য হয়। ২০ জুলাই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একযোগে পঞ্চায়েতের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বাবা গাছতলায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকদিন পর বাপের বাড়ী এসে পুলিশের সাহায্য চেয়ে গোপনে মমতাজ থানায় চিঠি পাঠায়। কিন্তু পুলিশ পৌঁছানোর আগেই শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা জোর করে প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে মমতাজের বাবা-মা প্রহৃত হন। বাড়ীতে তালা মেরে বাবা ও মাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়। গ্রামের কয়েকজন মহিলা ওই জবর-দস্তির প্রতিবাদ করলে তাঁরাও নাকি প্রহৃতা হন। পুলিশ শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করলে মমতাজ বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু সকলের সামনে মুখ ফুটে পুলিশের সাহায্য না চাওয়ায় পুলিশকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এখন মমতাজের ভাই মমতাজকে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। আদালত পর্যন্ত এখনও পৌঁছায়নি। পৌঁছলে কি হবে সেটা পরের ব্যাপার। আপাতত: তার ম গ্রাম ছাড়া, বাবা গাছতলায়। আর মমতাজ? সে নীরবে চোখের জল ফেলে যাচ্ছে তার শ্বশুরবাড়ীতে।

মিঠিপুরে ত্রাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামবাসীর বাড়ীতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা এবং প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা-বাজির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। তবে কংগ্রেস (ই) সমর্থকরা এ ব্যাপারে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে জানা গেছে।

কারবালা বিপন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মিজল মাটির কারবালা ময়দান নদীগর্ভে চলে গেলে মহরম উৎসবের অঙ্গহানি ঘটবে। কারণ, কারবালা ময়দানের মিজল মাটি না মিলে মহরমপর্ব সমাধা হয় না বলে ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। ভাগীরথী যেভাবে ভাঙছে, তাতে সামনের মহরমে কি হবে বলা যায় না।

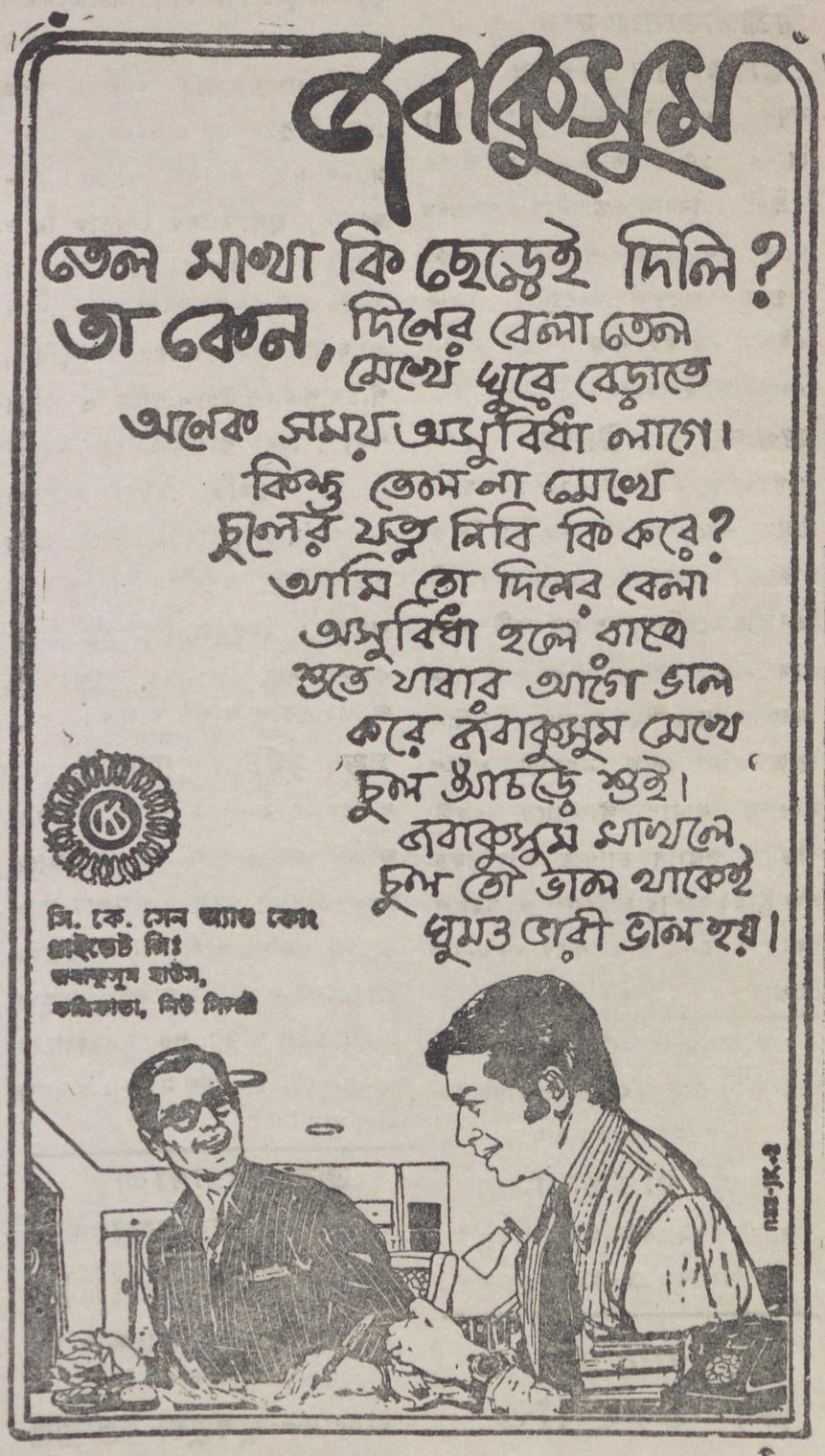

প্রকৃত ভূমিসংস্কারই সমস্যার সমাধান

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর রূপায়ণে জোতদার ও সুদখোর মহাজন—এক কথায় গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ আজ বিপর্যস্ত।

৮ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গাদার আজ উচ্ছেদের আশঙ্কাহীন। 'অপারেশন বর্গা' নথীভুক্ত করে তাঁদের সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ৮ টাকা দৈনিক মজুরীর দাবী অর্জিত হয়েছে। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প গ্রামীণ শ্রমশক্তির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার গণভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো পশ্চিমবঙ্গে আজ নতুন আশার সঞ্চার করেছে, উন্নয়ন কর্ম-যজ্ঞে সামিল হয়েছেন গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ।

উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি খুঁজে বার করা, জনসাধারণের দরিদ্রতর অংশের মধ্যে সরকারের ন্যস্ত জমি বিতরণ করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাস্তুজমির দখলকারীদের নাম রেকর্ড করা, অভাবের তাড়নায় হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া, বর্গাদার ও ন্যস্ত জমি বন্দোবস্ত গ্রহণকারী ৬০ হাজার ব্যক্তিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মারফত ঋণের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ মকুব করা, বৃদ্ধ চাষীদের জন্য বার্ধক্যভাতা চালু করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জোতদার ও সুদখোর মহাজন চক্রের কুক্ষিগত অর্থ-নৈতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে গ্রামীণ শ্রমজীবি মানুষের জয়যাত্রায় আমরাও সঙ্গী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 281(12) Inf. M/Advt, Date 30 6 1980

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।